প্রভাতের তারাঃ "যীশু যখন আবার লোকদের লক্ষ্য করে কথা বলতে লাগলেন, তখন তিনি বললেনঃ আমি জগতের আলো। যে আমার অনুসরণ করে, সে কখনো অন্ধকারে চলবে না; সে তো জীবনেরই আলো লাভ করবে"(যোহন ৮ঃ১২)। যীশু হলেন ন্যায়ের সূর্য যিনি পাপ ও অন্ধকারকে জয় করেছেন। যীশুর সাথে যুক্ত থেকে মা প্রভাত তারা যা ন্যায়ের সূর্য যীশুকে ঘোষণা করে।

রোগীদের স্বাস্থঃ "তোমরা রোগীদের সুস্থ কর, মৃতদের বাচিয় তোল, কুষ্ঠরোগীদের নিরাময় কর, অপদূতদের তাড়িয়ে দাও" (মথি ১০ঃ৮)। যীশু তাঁর প্রচার কাজের সময় রোগীদের সকল প্রকার রোগ থেকে নিরাময় দান করেছেন। মাকে পাপীদের ঔষধ, সুস্বাস্থ ও নিরাময়কারী হিসাবে মন্ডলী আখ্যায়িত করেছেন।

পাপীদের আশ্রয়ঃ "পরমেশ্বর জগৎতে দন্ডিত করার জন্য তার পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি; পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারা জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে" (যোহন ৩ঃ১৭)। যীশু পাপীদের জন্যই এ জগতে এসেছিলেন। শুধু তিনিই পাপ ক্ষমা করার অধিকার পান। যীশুর ও আমাদের মা হিসাবে মারীয়াকে পাপীদের সদা-প্রস্তুত আশ্রয় বলা হয়।

দুঃখীদের শান্তণাদায়িনীঃ "তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে কান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসোঃ আমি তোমাদের আরাম দেবো" (মথি ১১ঃ২৮)। যীশু হলেন উত্তম মেষপালক। মেষদেরকে সর্বদা সেবা-যত্ন করেন; বিপদে-আপদে-কষ্টে শান্তণা দিয়ে থাকেন। মারীয়া যীশুর কষ্টের সময় সর্বদা তাঁর সাথে ছিলেন তেমনি তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট-আনন্দের মুহুর্তেও আমাদের পাশে থাকেন।
খ্রীষ্টানদের সহায়ঃ "সেখানে দ্রাক্ষারস হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়াতে যীশুর মা যীশুকে বললেন, ওদের কাছে আর দ্রাক্ষারস নেই" (যোহন ২ঃ৩)। মারীয়া যেমন যীশুর সাথে ছিলেন সর্বদা তেমনি তিনি খ্রীষ্টানদের পাশে থাকেন ও যীশুর দিকে আমাদেরকে চালিত করেন।

দূতগণের রাণীঃ "জগতের সেই অন্তিমকালেও ঠিক তেমনটি ঘটবে। সেদিন স্বর্গদূতদেরা এসে ধার্মিকদের থেকে দুর্জনদের পৃথক ক'রে সেই অগ্নিকুন্ডে ফেলে দেবেন" (মথি ১৩ঃ৪৯)। যীশু হলেন সকল দেব-দূতগণের রাজা। মারীয়াও সকল দেব-দূতগণের রাণী যারা তাকে 'প্রণাম, মারীয়া' বলে সম্মান জ্ঞাপন করেন।

প্রেরিতগণের রাণীঃ "তারপর সকাল হলে তার শিষ্যদের তিনি কাছে ডাকলেন আর তাদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিলেন। এদের তিনি নাম দিলেন প্রেরিতদূত। এরা হলেনঃ সিমোন-যীশু যার নাম দিলেন পিতর, তার ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহনম ফিলিপ, বার্থলোমেয়, মথি, টমাস, আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব, উগ্রধর্মা বলে পরিচিত সিমোন, যাকোবের ছেলে যুদা, আর যুদা ইস্কারিয়োৎ যিনি পরে বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন" (লূক ৬ঃ১৩-১৬)। যীশু তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিতশিষ্যগণকে মনোনীত করেছিলেন। যীশু যেমন প্রেরিতশিষ্যদের রাজা ছিলেন তেমনি তাঁর ছিলেন তাদের রাণী।

সাক্ষ্যমরগণের রাণীঃ "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, গমের কোনো দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, সে তো একটি মাত্র দানা হয়েই থাকে। কিন্তু যদি মরে যায়, সে তো বহু ফসলই ফলায়" (যোহন ১২ঃ২৪)। সাক্ষ্য মৃত্যু হচ্ছে খ্রীষ্টকে প্রচারের সবোৎকৃষ্ট উপায়। সাধু আল্‌ফন্সুস লিগরি বলেন, 'মারীয়াকে সাক্ষ্যমরগণের রাণী বলা হয়, কারণ ক্রুশের তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যে কষ্ট পেয়েছেন তা সাক্ষ্যমরগণের অনুকরণীয়'।

ধর্মসাধকগণের রাণীঃ "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" (মথি ১৬ঃ২৪)। ধর্মসাধকগণ খ্রীষ্টের সেবা-প্রেম-পবিত্রতার আদর্শে জীবন রচনা করতে সচেষ্ট। মারীয়া তাঁর জীবনে এ আদর্শগুলো নিখুঁতভাবে তাঁর জীবনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।